ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
অষ্টাদশ সংখ্যা, মার্চ ২০০১, চৈত্র ১৪০৭

বাংলাদেশে পার্লামেন্টারি কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা ঃ একটি পর্যালোচনা

ড. মোঃ রুহুল আমিন *

Role of Parliamentary Committee System in Bangladesh : A Review

Dr. Md. Ruhul Amin

Abstract : In the democratic process/system almost all countries have committee systems which empowers the parliament to hold control and authority over the executive. In article 76 of the constitution of the People's Republic of Bangladesh the parliament is given such power. Though the Bangladesh parliament started with sufficient structures of committee system to ascertain transparency and accountability, it is not capable of doing its duty properly.

ভূমিকা

বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের কার্যাবলী একদিকে যেমন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি জটিল আকার ধারণ করেছে। ফলে আইনসভাগুলোর পক্ষে বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তৃত বিচার বিবেচনা সম্ভবপর হচ্ছে না। তাছাড়া, বর্তমানকালে আইনসভাগুলোর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ধরনের বড় সংস্থা সকল বিষয়ে শান্ত ও সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে বিশেষ উপযোগীও নয়। সুতরাং সীমিত সময়ের মধ্যে দক্ষতার সাথে আইনসভার কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রায় সকল দেশেই কমিটি ব্যবস্থা রয়েছে। আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত এর কিছু সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত যে সকল ছোট ছোট সংস্থার উপর আইন ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিস্তৃত বিচার-বিচেনার দায়িত্ব অর্পন করা হয় সেগুলোকে আইনসভার কমিটি বলে।[১]

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কমিটি ব্যবস্থা শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে আইনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষণ সম্ভব করে; জনপ্রতিনিধিগণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর্মকান্ড সম্পর্কে

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

জ্ঞাত হন এবং সরকারি নীতি বাস্তবায়ন বিষয়ে পর্যালোচনাকালে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন; প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক দর কষাকষি এবং সমঝোতা অর্জন সম্ভবপর করে তোলে এবং সর্বোপরি নির্বাহী বিভাগ তথা সরকারের স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কমিটি ব্যবস্থা আইন পরিষদের বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।[২] উন্নত বিশ্বে কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সুষ্ঠু আইন প্রণয়ন ও সরকারের দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বহুলাংশে অর্জিত হয়েছে। বস্তুত কমিটি ব্যবস্থার যথাযথ ব্যবহার উন্নত বিশ্বের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করেছে।[৩]

এ প্রবন্ধ মূলত একটি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা। এখানে বাংলাদেশের কমিটি ব্যবস্থা যে উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিতহয় তা যথাযথভাবে ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে কি না তা মূল্যায়ন করাই এ গবেষণার মূল লক্ষ্য। গবেষণায় বাংলাদেশের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টের কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকার বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। পর্যালোচিত রচনাগুলোর মধ্যে প্রাথমিক উৎস (Primary Source) এবং অন্যান্য উৎস (Secondary Source) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ গবেষণা কার্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য দলিলপত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (The Constitution of the People's Republic of Bangladesh), গণ পরিষদ (Constituent Assembly), পার্লামেন্টের বিতর্ক (Debates), পার্লামেন্টের কার্য বিবরণীর সারাংশ (Summary of the Proceedings) ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী।

বৃটেন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আইন সংক্রান্ত কাজের জন্য সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, জাতীয় সংসদ সরকারি হিসেব কমিটি; বিশেষ অধিকার কমিটি; এবং সংসদে কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবে।[৪] এ সকল কমিটির সদস্যগণ সংসদের সদস্যদের মধ্য থেকে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত বা স্পীকার কর্তৃক মনোনীত হন।[৫] কমিটিগুলোকে মোটামুটি দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা স্থায়ী কমিটি ও অস্থায়ী কমিটি। স্থায়ী কমিটি একটি মাত্র বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত হয় না; এর উদ্দেশ্য ও কাজ স্থায়ী প্রকৃতির। এ শ্রেণীর কমিটির সদস্যগণ সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত হন এবং এক একটি কমিটির উপর এক এক প্রকার কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়। অস্থায়ী কমিটি কোন নির্দিষ্ট বিল পরীক্ষা বা অন্য

কোন বিশেষ কাজের জন্য গঠিত হয় এবং সেই বিশেষ কাজ সমাপ্ত হলে তা ভেঙে যায়।[৬] নিম্নে কমিটিগুলোর গঠন ও কর্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদত্ত হলো।

(১) কার্য-উপদেষ্টা কমিটি ঃ সংসদ অধিবেশনের শুরুতে একটি কার্য-উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। স্পীকার অনধিক ১৫জন সদস্যের সমন্বয়ে এ কমিটি মনোনীত করেন। এবং তিনি নিজেই উক্ত কমিটির সভাপতি হন।[৭] সংসদ-নেতার সাথে পরামর্শক্রমে যে সকল সরকারি বিল বা অন্যান্য কার্য কমিটিতে প্রেরণ করার জন্য স্পীকার নির্দেশ দেন সেই সকল বিল ও অন্যান্য কার্যের স্তর বা স্তরসমূহের আলোচনার জন্য কি পরিমান সময় বরাদ্দ করা উচিত, সে সম্পর্কে সুপারিশ করা এ কমিটির কাজ।[৮]

(২) বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি ঃ সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত অনধিক ১০জন সদস্যের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হয়।[৯] বেসরকারি সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত সকল বিল পরীক্ষা করা এর দায়িত্ব। এই বিলগুলো সংসদে আলোচিত হওয়ার পূর্বেই কমিটি তা পরীক্ষা করে এবং সেগুলোকে প্রকৃতি, অবিলম্বতা ও গুরুত্ব অনুসারে 'ক' ও 'খ' দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করে। বিলগুলো আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে কতটা সময় দেয়া হবে এবং বেসরকারি সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় আলোচনার জন্য সময় সীমা কি হবে সে সম্পর্কে কমিটি সুপারিশ করে।[১০]

(৩) বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি ঃ যখন কোন বিল সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা সদস্য বিলটিকে বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব করেন, কেবল তখনই এ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। বিভিন্ন বিল বিবেচনার জন্য বিভিন্ন বাছাই কমিটি নিয়োগ করা হলে কমিটি সংশ্লিস্ট বিলের বিচার-বিবেচনা করে এর উন্নয়ন সাধনের জন্য সুপারিশ করে। বাছাই কমিটি বিলের বিভিন্ন ধারার সংশোধনের জন্যও প্রস্তাব করতে পারে। সংসদ কোন বাছাই কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট পেশের সময়-সীমা নির্ধারিত করে না দিলে উক্ত রিপোর্ট বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাবটি সংসদ কর্তৃক গৃহীত হবার তারিখ হতে তিন মাস সমাপ্তির পূর্বে পেশ করতে হয়।[১১]

(৪) পিটিশন কমিটি ঃ স্পীকার অন্যূন ১০জন সদসের সমন্বয়ে এই কমিটি মনোনয়ন করেন। কোন মন্ত্রীকে এই কমিটির সদস্য মনোনয়ন করা হয় না এবং এই কমিটিতে মনোনয়নের পর কোন সদস্য মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হলে অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ হতে তিনি আর কমিটির সদস্য থাকেন না।[১২] বিল বা অন্যান্য

বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণ জাতীয় সংসদের নিকট যে আবেদন করে তার বিবেচনা করা এবং সংসদের নিকট ঐ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করা এই কমিটির প্রধান কাজ।[১৩]

(৫) সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ সংসদ প্রত্যেক অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে অনধিক ১৫জন সদস্যের সমন্বয়ে এই কমিটি নিয়োগ করেন। কোন মন্ত্রীকে এই কমিটিতে নিযুক্ত করা হয় না, এবং এই কমিটিতে নিয়োগের পর কোন সদস্য মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হলে অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ হতে তিনি আর কমিটির সদস্য থাকেন না। সরকারের বিভিন্ন হিসেব পরীক্ষা করা এই কমিটির কাজ। মহা-হিসেব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট পরীক্ষা, সরকার যে অর্থ ব্যয় করেছে তা সংসদের আইন অনুসারে প্রদত্ত কিনা এবং সংসদ যে উদ্দেশ্যে অর্থ মঞ্জুর করে তা সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কিনা কমিটি এর কারণ ও যৌক্তিকতা বিচার করে এবং নিজের সুপারিশ প্রদান করে। বিধি সম্মতভাবে মহা-হিসেব-নিরীক্ষক যে সকল কর্পোরেশন, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসেব নিরীক্ষা করে সেগুলোর হিসেব পরীক্ষা করাও এর কর্তব্য।[১৪]

(৬) অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত কমিটি ঃ সংসদ অনধিক ১০জন সদস্যের সমন্বয়ে এই কমিটি নিয়োগ করেন। কোন মন্ত্রীকে এই কমিটির সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয় না এবং এই কমিটিতে নিয়োগের পর কোন সদস্য মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হলে, অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ হতে তিনি আর কমিটির সদস্য থাকেন না। ইহা অনুমিত হিসেবসমূহ পরীক্ষা করে এবং (ক) কিভাবে মিতব্যয়িতা, সাংগঠনিক উন্নতি বিধান, কর্ম দক্ষতা বা প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করা যায় সে সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করে; (খ) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতা ও আর্থিক মিতব্যয়িতা আনয়ন কল্পে বিকল্প নীতির সুপারিশ করে; (গ) অনুমিত হিসেবে গৃহীত নীতির পরিসীমার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে; (ঘ) অনুমিত হিসেবটি সংসদে কি আকারে পেশ করতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেয়।[১৫]

(৭) সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি ঃ সংসদ কর্তৃক মনোনীত অনধিক ১০জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। কোন মন্ত্রীকে এই কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হয় না। এই কমিটির কাজ হল (ক) নির্দিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের রিপোর্ট ও হিসেব পরীক্ষা করা; (খ) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে মহা-হিসেব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কোন রিপোর্ট থাকলে তা পরীক্ষা করা; (গ) সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সুষ্ঠু ও বিচক্ষণ বাণিজ্যিক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করা;

(ঘ) সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত যে সব কাজ বর্তমানে আনুমানিক ব্যয়-হিসেব ও সরকারি হিসেব কমিটির উপর ন্যস্ত তা স্পীকার নির্দেশ দিলে বিচার বিবেচনা করে দেখা।[১৬]

(৮) বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ সংসদ অনধিক ১০ জন সদস্যের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠন করেন।[১৮] এই কমিটি সংসদ এবং এর সদস্য বা কোন কমিটির বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্ন বিচার বিবেচনা করে। কোন অধিকার ভঙ্গের প্রশ্ন সংসদ কিংবা স্পীকার কমিটির নিকট পেশ করলে কমিটি তা পরীক্ষা করে, প্রয়োজনমত অনুসন্ধান চালায়, কোন অধিকার ভঙ্গ হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে এবং সে সম্পর্কে সংসদে রিপোর্ট প্রদান করে।[১৯]

(৯) সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি ঃ সংসদ অনধিক ৮জন সদস্যের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠন করেন।[২০] কমিটির কাজ হলো, মন্ত্রী কর্তৃক সংসদে সময়ে সময়ে যে সকল প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ইত্যাদি দেন তার কতখানি কার্যে পরিণত করা হয়েছে এবং সময়মত কার্যকর করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সংসদের নিকট রিপোর্ট পেশ করা।[২১]

(১০) কতিপয় অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ প্রত্যেক নতুন সংসদের উদ্বোধনের পর যথাশীঘ্র সংসদ প্রত্যেক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করেন[২২] এবং প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটিতে সভাপতিসহ অনধিক ১০ জন সদস্য থাকেন। প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটি মাসে অন্তত পক্ষে একটি বৈঠকে মিলিত হয় এবং স্থায়ী কমিটির কাজ হলো সংসদ কর্তৃক উক্ত কমিটিতে প্রেরিত যে কোন বিল বা বিষয় পরীক্ষা করা, উক্ত কমিটির আওতাধীন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা, মন্ত্রনালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা ও সুপারিশ প্রদান করা।[২৪]

(১১) সংসদ কমিটি ঃ স্পীকার কর্তৃক মনোনীত সভাপতিসহ অনধিক ১২জন সদস্যের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হয়।[২৫] সংসদ সদস্যদের আবাসিক ব্যবস্থা, খাদ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার তত্ত্বাবধান করা এই কমিটির প্রধান কাজ।[২৬]

(১২) লাইব্রেরী কমিটি ঃ স্পীকার কর্তৃক সংসদ হতে মনোনীত ৯জন সদস্য এবং ডেপুটি স্পীকারের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হয়।[২৭] ডেপুটি স্পীকার পদাধিকার বলে এই কমিটির সভাপতি হন। কমিটির কাজ হলো (ক) লাইব্রেরী সংক্রান্ত যে সব বিষয় সময়ে সময়ে স্পীকার কমিটির নিকট প্রেরণ করেন তা

বিবেচনা করে পরামর্শ দান করা (খ) লাইব্রেরীর উন্নতি বিধানের জন্য পরামর্শদান করা এবং (গ) লাইব্রেরী কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে সদস্যগণকে সাহায্য করা।[২৮]

(১৩) কার্য প্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ সংসদ কর্তৃক মনোনীত সভাপতিসহ ১২জন সদস্যের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হয়।[২৯] স্পীকার পদাধিকার বলে এই কমিটির সভাপতিহন। এই কমিটি সংসদের কার্যের পদ্ধতি ও পরিচালনা সম্পর্কিত বিষয় পর্যালোচনা করে এবং এর উন্নতির জন্য কোন বিধির সংশোধন বা সংযোজনের সুপারিশ করতে পারে।[৩০]

(১৪) বিশেষ কমিটি ঃ সংসদ কোন প্রস্তাব দ্বারা এমন বিশেষ কমিটি নিয়োগ করতে পারেন, যার গঠন ও কাজ এই প্রস্তাবে যেরূপ নির্ধারিত থাকবে, সেরূপ হবে।[৩১]

উপরোক্ত প্রত্যেকটি কমিটির একজন সভাপতি থাকেন। শুধুমাত্র কার্য প্রণালী–বিধি কমিটি ও কার্য উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হন স্পীকার। এবং অন্যান্য কমিটির সভাপতি সংসদ কর্তৃক মনোনীত হন। তবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণই প্রত্যেকটি কমিটির সভাপতি মনোনীত হন। প্রত্যেক কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

কমিটিগুলোর বৈঠকে কোরামের জন্য অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়, এবং উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোন কমিটি প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করতে পারে। সংসদের বৈঠক চলাকালেও কমিটির বৈঠক বসতে পারে এবং কমিটির পক্ষ হতে কমিটির সভাপতি সংসদে এর রিপোর্ট পেশ করেন।

তৃতীয় পার্লামেন্টে কমিটির ভূমিকা

৭মে ১৯৮৬ নির্বাচিত বাংলাদেশের তৃতীয় পার্লামেন্ট ৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭ ভেঙে দেওয়া হয়। এবং উক্ত সময়কালে এ পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতিকে শাসন ব্যবস্থার অধীনে কর্মরত থেকে চারটি অধিবেশনে ৭৫টি কর্মদিবসে (Working day) ৩৬৭.৪১ ঘন্টা সময় ব্যয় করে।[৩২]

কমিটি গঠন

বাংলাদেশ তৃতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনকালে ৩টি সংসদীয় কমিটি মনোনীত ও গঠিত হয় এবং গঠিত ১টি সংসদীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।[৩৩]

অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে স্পীকার জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুসারে ৯ সদস্য সমন্বয়ে 'সংসদ কমিটি' মনোনীত করেন এবং ২৪০ বিধি অনুসারে ৮ সদস্য সমন্বয়ে 'বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি' ও ২৬৪ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'কার্য প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' গঠন করা হয়।[৩৪] অধিবেশনের অষ্টম বৈঠকে ২৬৪ বিধি অনুসারে গঠিত 'কার্য প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' পুনর্গঠিত করা হয়।[৩৫]

তৃতীয় অধিবেশনকালে মোট ২টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। অধিবেশনের ২৭তম বৈঠকে দেশে বাস ভাড়া বৃদ্ধি, ট্রাক দুর্ঘটনা ও যানজট ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতির সর্বসম্মত সমধানের লক্ষ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ২৩ সদস্য সমন্বয়ে ১টি [৩৬] এবং অধিবেশনের ৩৯তম বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করা সম্পর্কে সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোট ২৪ সদস্য সমন্বয়ে ১টি মোট ২টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৩৭]

চতুর্থ অধিবেশনকালে একটি সংসদীয় কমিটি মনোনীত করা হয়। অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে স্পীকার কার্য প্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'কার্য উপদেষ্টা কমিটি' মনোনীত করেন।[৩৮]

প্রতিবেদন

তৃতীয় জাতীয় সংসদে গঠিত ৪টি সংসদীয় কমিটি এবং ২টি বিশেষ কমিটির মধ্যে শুধুমাত্র ১টি বিশেষ কমিটির ১টি রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়। যে বিশেষ কমিটির রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয় তা হল-দেশে বাস ভাড়া বৃদ্ধি, ট্রাক দুর্ঘটনা ও যানজট ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতির সর্বসম্মত সমাধানের লক্ষ্য সম্পর্কিত। ৪টি সংসদীয় কমিটি এবং ১টি বিশেষ কমিটির কোন রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি।

চতুর্থ পার্লামেন্টে কমিটির ভূমিকা

৩ মার্চ ১৯৮৮ নির্বাচিত বাংলাদেশের চতুর্থ পার্লামেন্ট ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ ভেঙে দেওয়া হয়। এ সময়কালে পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থার অধীনে কর্মরত থেকে সাতটি অধিবেশনে ১৬৮টি কার্যদিবসে ৮০৫ ঘন্টা সময় ব্যয় করে।[৩৯]

কমিটি গঠন

বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনকালে ১১টি সংসদীয় কমিটি মনোনীত ও গঠন করা হয়। এছাড়া ৩২টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ১টি বিশেষ কমিটি ও ১টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি গঠন করা হয় এবং ৩টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে স্পীকার জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে ১৫ জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে সংসদের 'কার্য উপদেষ্টা কমিটি', ২৪৯ বিধি অনুসারে ১২ জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে 'সংসদ কমিটি' মনোনীত করেন এবং ২৪০ বিধি অনুসারে সংসদে ১০ সদস্যের সমন্বয়ে 'বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' গঠন করা হয়।[৪০]

অধিবেশনের চতুর্থ বৈঠকে স্পীকার ১০জন করে সংসদ সদস্য সমন্বয়ে কার্য প্রণালী বিধির ২৩১ বিধি অনুসারে 'পিটিশিন কমিটি' ও ২৫৭ বিধি অনুসারে 'লাইব্রেরী কমিটি' মনোনীত করেন। এছাড়া কার্য প্রণালী বিধির ২২২ বিধি অনুসারে ১০ জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে 'বেসরকারি সংসদ সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সংসদ সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি, ২৩৪ বিধি অনুসারে ১৫ জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ২৩৬ বিধি অনুসারে ১০ জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে 'অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত কমিটি, ২৩৯ বিধি অনুসারে ১০জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি, ২৪৫ বিধি অনুসারে ৮ জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি এবং ২৬৪ বিধি অনুসারে 'কার্য প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' গঠন করা হয়।[৪১]

অধিবেশনের বিভিন্ন বৈঠকে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে প্রতিটি কমিটিতে ১০জন করে সংসদ সদস্য সমন্বয়ে মোট ৩২টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এগুলো হচ্ছে, অধিবেশনের ১০ম বৈঠকে (১) প্রতি রক্ষা (২) মৎস্য ও পশুপালন, (৩) পররাষ্ট্র এবং (৪) অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি [৪২], অধিবেশনের ১২তম বৈঠকে (৫) সংস্থাপন, (৬) ধর্ম ও (৭) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি[৪৩], অধিবেশনের ১৩তম বৈঠকে (৮) ডাক ও টেলিযোগাযোগ (৯) খাদ্য এবং (১০) বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি[৪৪], অধিবেশনের ১৪তম বৈঠকে (১১) তথ্য (১২) শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[৪৬], অধিবেশনের ১৬তম বৈঠকে (১৫)

পূর্ত (১৬) এনার্জি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[৪৭], অধিবেশনের ১৭তম বৈঠকে (১৭) শ্রম ও জনশক্তি, (১৮) সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[৪৮], অধিবেশনের ১৮তম বৈঠকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (২০) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[৪৯], অধিবেশনের ১৯তম বৈঠকে (২১) যোগাযোগ (২২) নৌ-পরিবহণ (২৩) বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[৫০], অধিবেশনের ২০তম বৈঠকে (২৪) বাণিজ্য (২৫) সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[৫১], অধিবেশনের ২১তম বৈঠকে (২৬) ভূমি (২৭) পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[৫২], অধিবেশনের ২৩তম বৈঠকে (২৮) স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (২৯) স্বরাষ্ট্র (৩০) শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[৫৩] এবং অধিবেশনের ২৪তম বৈঠকে (৩১) কৃষি (৩২) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়।৫৪

অধিবেশনের চতুর্থ বৈঠকে কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে ১২জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে দেশের 'উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন সম্পর্কে, ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, চতুর্থ অধিবেশনের কমিটিতে সংসদ সদস্য সংখ্যা আরও ৫জন বৃদ্ধি করে মোট ১৭জন করা হয়।[৫৫]

অধিবেশনের চতুর্থ বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২২৫ বিধি অনুসারে ১০জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে সংসদে উত্থাপিত 'দন্ডবিধি (সংশোধন), বিল ১৯৮৮' সম্পর্কে বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ১টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি গঠন করা হয়।[৫৬]

দ্বিতীয় অধিবেশনকালে ১টি সংসদীয় কমিটি পূণর্গঠন, ৫টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পরিবর্তন ও ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৫৭]

অধিবেশনের চতুর্থ ও শেষ বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৬৪ বিধি অনুযায়ী প্রথম অধিবেশনে গঠিত কার্য প্রণালী বিধিতে 'স্থায়ী কমিটি'[৫৮] পুণর্গঠন করা হয়। অধিবেশনের একই বৈঠকে কার্য-প্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে প্রথম অধিবেশনে গঠিত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মধ্যে (১) শ্রম ও জনশক্তি (২) মৎস্য ও পশুপালন (৩) নৌ-পরিবহণ (৪) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং (৫) পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পরিবর্তন করা হয়।[৫৯]

অধিবেশনের একই বৈঠকে কার্য-প্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে ১২জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে 'দেশের বন্যা সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে' ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৬০]

চতুর্থ অধিবেশনকালে ৩টি সংসদীয় কমিটির সংসদ সদস্য পরিবর্তন, ১টি কমিটির ২ বার রদবদলসহ ১৪টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সংসদ সদস্য ১৫ বার রদবদল করা হয় এবং ১টি বিশেষ কমিটির সংসদ সদস্য সংখ্যা ৫জন বৃদ্ধি করা হয়।

অধিবেশনের ৩৩তম বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৩৬, ২৩৯ ও ২৪৫ বিধি অনুসারে বিগত অধিবেশনসমূহে গঠিত 'অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত কমিটি' 'সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি' এবং 'সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটির' সংসদ সদস্য পরিবর্তন করা হয়।[৬১]

অধিবেশনের একই বৈঠকে কার্য-প্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে বিগত অধিবেশনসমূহে গঠিত ১৪টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৫জন সংসদ সদস্য রদবদল করা হয়। এগুলো হচ্ছে, (১) স্বাস্থ্য ও পরিবার (২) সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ (২বার) (৩) কৃষি (৪) যোগাযোগ (৫) খাদ্য (৬) তথ্য (৭) পররাষ্ট্র (৮) মৎস্য ও পশু সম্পদ (৯) সমাজকল্যান ও মহিলা বিষয়ক (১০) এনার্জি ও খনিজ সম্পদ (১) নৌ-পরিবহণ (১২) যুব ও ক্রীড়া (১৩) ভূমি এবং (১৪) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।[৬২]

অধিবেশনের ৩৪তম বৈঠকে কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে প্রথম অধিবেশনের গঠিত উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন সম্পর্কিত কমিটির সংসদ সদস্য সংখ্যা ৫জন বৃদ্ধি করা হয়। ৫জন বৃদ্ধির মাধ্যমে কমিটির সংসদ সদস্য সংখ্যা ১৭তে উন্নীত হয়।[৬৩]

পঞ্চম অধিবেশনকালে ১টি সংসদীয় কমিটি পুনর্গঠন এবং ১টি সংসদীয় কমিটির ১টি শূন্যপদ পূরণ করা হয়। এছাড়া ২টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন, ৮টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সংসদ সদস্য রদবদল ও ৩টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১টি করে শুন্য সংসদ সদস্য পদ পূরণ করা হয় এবং ২টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।

অধিবেশনের পঞ্চম বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুসারে বিগত অধিবেশনসমূহে গঠিত 'সংসদ কমিটি' স্পীকার পুনর্গঠন করেন[৬৪] এবং

অধিবেশনের ২৩তম বৈঠকে ২৬৪ বিধি অনুসারে বিগত অধিবেশনসমূহে গঠিত কার্য প্রণারী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১টি শূন্য পদ পূরণ করা হয়।[৬৫]

অধিবেশনের ২৬তম ও শেষ বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৪৬-২৪৭ বিধি অনুসারে ১০জন করে সংসদ সদস্য সমন্বয়ে (১) মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং (২) বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়।[৬৬]

অধিবেশনের একই বৈঠকে ২৪৬-২৪৭ বিধি অনুসারে বিগত অধিবেশনসমূহে গঠিত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৮টি কমিটির সংসদ সদস্য পরিবর্তন এবং ৩টি কমিটির ১টি করে শুন্য সংসদ সদস্য পদ পূরণ করা হয়। এগুলো হচ্ছে (১) স্বরাষ্ট্র (২) খাদ্য (৩) সমাজকল্যান (৪) ত্রাণ ও পূনর্বাসন (৫) কৃষি (৬) শ্রম ও জনশক্তি (৭) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং (৮) এনার্জি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (সংসদ পরিবর্তন)। এছাড়া, বেসামরিক বিমান, পাট এবং বাণিজ্য মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১টি করে শূন্য সংসদ সদস্য পদ পূরণ করা হয়।[৬৭]

অধিবেশনের ১৬তম বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে ২৩জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে সংসদের সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রাখা সম্পর্কে সংসদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদানের নিমিত্তে ১টি [৬৮] এবং অধিবেশনের ২০তম বৈঠকে ২৬৬ বিধি অনুসারে ১১ সংসদ সদস্য সমন্বয়ে 'শ্রম আইন পর্যালোচনার উদ্দেশ্য' ১টি মোট ২টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৬৯]

ষষ্ঠ অধিবেশনকালে ২টি সংসদীয় কমিটির ১টি করে শূন্যপদ পূরণ করা হয় এবং ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।

অধিবেশনের ৩৫তম ও শেষ বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৩৪ বিধি অনুসারে বিগত অধিবেশনসমূহে গঠিত 'সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' এবং ২৩৬ বিধি অনুসারে গঠিত 'অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ১টি করে শূন্যপদ পূরণ করা হয়।[৭০]

অধিবেশনের একই বৈঠকে ২৬৬ বিধি অনুসারে ২৯ জন সংসদ সদস্য 'স্বাস্থ্য নীতি' সম্পর্কে ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৭১]

বৈঠক

বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদে গঠিত ১১টি সংসদীয়, ৩৪টি মন্ত্রনালয়, ৫টি বিশেষ ও ১টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি মোট ৫১টি কমিটি এবং এসব কমিটি

কর্তৃক গঠিত উপ-কমিটি চতুর্থ জাতীয় সংসদের মেয়াদকালে মোট ৮১৫টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ১১টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করে।

৫১টি কমিটির মধ্যে ১১টি সংসদীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৬০টি এবং মূল কমিটি কর্তৃক গঠিত ৬টি উপ-কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩টি, মোট ৩৫৩টি। ৩৪টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মধ্যে মূল কমিটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদন

বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদে গঠিত ১১টি সংসদীয় কমিটির মধ্যে ৪টি কমিটির ৬টি রিপোর্ট, ৩৪টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৩টি কমিটির ৩টি রিপোর্ট এবং ১টি বিশেষ কমিটির ২টি রিপোর্টসহ মোট ১১টি রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়।

সংসদীয় কমিটি ৭টি, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৩১টি, ৪টি বিশেষ এবং ১টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি মোট ৪৩টি কমিটি কোন রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপন করেনি।

সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপনকারী সংসদীয় ৪টি কমিটি হচ্ছে (১) সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ২টি (২) অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত কমিটি ১টি (৩) সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি ২টি (৪) সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি ১টি। বাকী ৭টি সংসদীয় কমিটির কোন রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি।

মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত যে ৩টি কমিটি সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপন করে সেগুলো হলো-(১) আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি (২) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি (৩) ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি। বাকী ৩১টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কোন রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি।

সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপনকারী বিশেষ ১টি কমিটি হলো-দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের 'উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশেষ কমিটি' ২টি। বাকী ৪টি বিশেষ কমিটির কোন রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি।

পঞ্চম পার্লামেন্টে কমিটির ভূমিকা

পঞ্চম পার্লামেন্ট ৫ এপ্রিল ১৯৯১ থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত ২২টি অধিবেশনে মোট ৪০০ (সরকারি ৩৩৩+বেসরকারি ৬৭) কার্যদিবসে ১৮৩৪.১২ ঘন্টা সময় ব্যয় করে।[৭২]

কমিটি গঠন

বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনকালে ৩টি সংসদীয় কমিটি মনোনীত ও গঠন করা হয়। অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে স্পীকার জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণারী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে ১৫ সদস্য সমন্বয়ে 'কার্য-উপদেষ্টা কমিটি' এবং ২৪৯ বিধি অনুসারে ১২ জন সদস্য সমন্বয়ে 'সংসদ কমিটি' মনোনীত করেন।[৭৩]

অধিবেশনের দশম বৈঠকে ২২২ বিধি অনুসারে ১০ জন সদস্য প্রধান মন্ত্রী ও সংসদ নেতার প্রস্তাবক্রমে 'বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি' গঠন করা হয়।[৭৪]

দ্বিতীয় অধিবেশনকালে ৫টি সংসদীয় কমিটি, ১টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ১টি বিশেষ কমিটি ও ২টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি মোট ৯টি কমিটি গঠন করা হয়। অধিবশনের ১৬তম বৈঠকে কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৪ বিধি অনুসারে ১৫ জন সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', ২৩৬ বিধি অনুসারে ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে 'অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত কমিটি', ২৩৯ বিধি অনুসারে ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি', ২৬৪ বিধি অনুসারে ১২জন সদস্য সমন্বয়ে 'কার্য-প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'[৭৫] এবং অধিবেশনের ২১তম বৈঠকে ২৪০ বিধি অনুসারে ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে 'বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' গঠন করা হয়।[৭৬] অধিবেশনের ১৬তম বৈঠকে কার্য-প্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে 'আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' গঠন করা হয়।[৭৭]

অধিবেশনের ১৭তম বৈঠকে সংসদে উত্থাপিত 'সংবিধান (একাদশ সংশোধন) বিল' ১৯৯১ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য আইন ও বিচার মন্ত্রীর প্রস্তাবনায় ২২৫ বিধি অনুযায়ী ১৫ সদস্য সমন্বয়ে ১টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি গঠন করা হয় এবং এ কমিটিতে আইন ও বিচার মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে 'সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধনী) বিল' ১৯৯১ বিরোধী দলীয় উপ-নেতা আবদুস সামাদ আজাদের প্রস্তাবক্রমে তাঁর উত্থাপিত ৪টি সংবিধান (সংশোধন) বিল ১৯৯১ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য অর্থাৎ সংসদে উত্থাপিত আইন ও বিচার মন্ত্রীর ২টি ও বিরোধী দলীয় উপনেতার ৪টি মোট ৬টি সংবিধান সংশোধন বিল সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য উক্ত বাছাই কমিটিতে পাঠানো হয়।[৭৮]

অধিবেশনের ১৭তম বৈঠকে আওয়ামী লীগ সদস্য সালাহ উদ্দিন ইউসুফের

প্রস্তাবক্রমে তাঁর উত্থাপিত 'সংবিধান (সংশোধন) বিল ১৯৯১' সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ২২৫ বিধি অনুযায়ী ১১ সদস্য সমন্বয়ে ১টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি গঠন করা হয়।[৭৯]

অধিবেশনের ৩৯তম বৈঠকে বিরোধী দলীয় চীপ হুইপ মোঃ নাসিম কর্তৃক আনীত The Indemnity Ordinance, 1975 (১৯৭৫ সালের ৫০নং অধ্যাদেশ) বাতিল বিল ১৯৯১ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ২৬৬ বিধি অনুযায়ী ১৫ সদস্য সমন্বয়ে ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৮০]

তৃতীয় অধিবেশনকালে ১টি সংসদীয় কমিটি গঠন, ৩টি সংসদীয় কমিটি পুণর্গঠন ও ১টি সংসদীয় কমিটির শূন্যপদ পূরণ করা হয় এবং ৩৩টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি ও ২টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।

অধিবেশনের ১২তম বৈঠকে জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধির ২৪৫বিধি অনুসারে ৮ সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি' গঠন করা হয়। উক্ত অধিবেশনে ২১৯ বিধি অনুযায়ী ১৫ সদস্য সমন্বয়ে মনোনীত 'কার্য-উপদেষ্টা কমিটি' পুণর্গঠন করা হয়।[৮১]

অধিবেশনের ১৪তম বৈঠকে ২৪০ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' এবং ২৬৪বিধি অনুযায়ী ১২ সদস্য সমন্বয়ে মনোনীত 'কার্য প্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' পুনর্গঠন করা হয়। অধিবেশনের একই বৈঠকে ২৩৪ বিধি অনুসারে ১৫ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত 'সরকারি হিসেব সম্পর্কিত' স্থায়ী কমিটির একটি শূন্যপদ পূরণ করা হয়।[৮২]

অধিবেশনের ৭ম বৈঠকে ২৪৬ বিধি অনুসারে প্রতিটি কমিটিতে ১০জন করে সদস্য সমন্বয়ে ৯টি, ৮ম বৈঠকে ১০টি ও ১৪টি মোট ৩৩টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি গঠন করা হয়। এগুলো হচ্ছে-স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান, ত্রাণ, শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, যোগাযোগ, শিল্প, শ্রম ও জনশক্তি, সংস্কৃতি বিষয়াবলী, বাণিজ্য, সংস্থাপন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং সেচ পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য, মৎস্য ও পশু পালন, নৌ-পরিবহণ, বস্ত্র, পূর্ত, অর্থ, তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[৮৩] এবং অধিবেশনের ১২তম বৈঠকে পরিকল্পনা, বন ও পরিবেশ, ভূমি, সমাজকল্যান, যুব ও ক্রীড়া, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, এনার্জি ও খনিজ সম্পদ, পাট, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন, কৃষি, ধর্ম বিষয়ক, মহিলা বিষয়ক, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।[৮৪]

অধিবেশনের ৪র্থ বৈঠকে ২৬৬ বিধি অনুসারে সংসদ উপ-নেতার প্রস্তাব ক্রমে 'শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা সম্পর্কে' ১৫ সদস্য সমন্বয়ে ১টি [৮৫] এবং অধিবেশনের পঞ্চম বৈঠকে ২৬৬ বিধি অনুসারে সংসদে উত্থাপিত ৫টি বিল (বিলের নাম) সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১৫ সদস্য সমন্বয়ে ১টি মোট ২টি কমিটি গঠন করা হয়।[৮৬]

চতুর্থ অধিবেশনকালে ২টি সংসদীয় কমিটি মনোনীত করা হয়। অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে ২৩১ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'পিটিশন কমিটি' এবং ২৫৭ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'লাইব্রেরী কমিটি' মনোনীত করেন।[৮৭]

ষষ্ঠ অধিবেশনকালে ২টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অধিবেশনের ১৪তম বৈঠকে ২৪৬ বিধি অনুসারে ১০জন করে সদস্য সমন্বয়ে গঠিত 'ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' ও 'খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' পুণর্গঠন করা হয়।[৮৮]

অষ্টম অধিবেশনকালে ১টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুণর্গঠন করা হয়। অধিবেশনের ৩২তম বৈঠকে ২৪৬ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত 'যোগাযোগ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' পুণর্গঠন করা হয়।[৮৯]

দশম অধিবেশনকালে ১টি সংসদীয় কমিটি ও ৪টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির শূন্যপদ পূরণ এবং ২টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য পরিবর্তন ও ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। অধিবেশনের ২৯তম বৈঠকে ২৩৪ বিধি অনুসারে গঠিত 'সরকারি হিসেব সম্পর্কিত' স্থায়ী কমিটির ১টি শূন্যপদ পূরণ করা হয়।[৯০] ২৪৬ বিধি অনুসারে গঠিত ডাক ও টেলিযোগাযোগ, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন, মহিলা বিষয়ক ও ত্রান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১টি করে শূন্যপদ পূরণ করা হয়। এবং অধিবেশনের একই বৈঠকে- পরিকল্পনা ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১জন করে সদস্য পরিবর্তন করা হয়। একই বৈঠকে ২৬৬ বিধি অনুসারে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি, সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী মেজর (অবঃ) মজিদ-উল হকের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সদস্য তোফায়েল আহমদের আনীত দূর্নীতির অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য ১৫ সদস্য সমন্বয়ে ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৯১]

দ্বাদশ অধিবেশনকালে ২টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য পরিবর্তন ও ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। অধিবেশনের ১৩তম বৈঠকে ২৪৬-২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত বাণিজ্য মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং শিল্প

মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য পরিবর্তন করা হয়।[৯২] ১৪তম বৈঠকে ২৬৬ বিধি অনুসারে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন ১৯৮৮ এর প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ (স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদ) (সংশোধন) বিল ১৯৯৩ পর্যালোচনাপূর্বক জেলা পরিষদ গঠন, কার্যক্রম ও ক্ষমতা সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ১৫ সদস্য সমন্বয়ে ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৯৩]

ত্রয়োদশ অধিবেশনকালে ২টি সংসদীয় কমিটি পুণর্গঠন ও ২টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১টি করে শূন্যপদ পূরণ করা হয়। অধিবেশনের ১০ম বৈঠকে ২২২ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত 'বেসরকারি সদস্যদের বিল ও বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি' এবং ২৩৪ বিধি অনুসারে ১৫ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত 'সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', পুণর্গঠন করা হয়।[৯৪] একই বৈঠকে ২৪৬-২৪৭ বিধি অনুসারে ১০জন করে সদস্য সমন্বয়ে গঠিত 'পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' এবং 'ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির'র ১টি করে শূন্যপদ পূরণ করা হয়।[৯৫]

সপ্তদশ অধিবেশনকালে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ১টি স্থায়ী কমিটি গঠন ও ৩টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুণর্গঠন ও ১টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির শূন্যপদ পূরণ করা হয়। অধিবেশনের ১২তম বৈঠকে ২৪৭ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' গঠন এবং একই বৈঠকে তথ্য, এনার্জি ও খনিজ সম্পদ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুণর্গঠন করা হয়। একই বৈঠকে ২৪৭ বিধি অনুসারে 'শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ১টি সদস্যপদ পূরণ করা হয়।[৯৬]

অষ্টাদশ অধিবেশনকালে ২টি সংসদীয় কমিটি ও ২টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১টি করে শূন্যপদ পূরণ করা হয়। অধিবেশনের ১৬তম বৈঠকে ২৩৬ বিধি অনুসারে গঠিত 'অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত কমিটি', ২৩৯ বিধি অনুসারে গঠিত 'সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি' এবং ২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত 'মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' এবং 'গৃহায়ন ও গণ পূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ১টি করে শূন্যপদ পূরণ করা হয়।[৯৭]

ঊনিশতম অধিবেশনকালে ১টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির শূন্যপদ পূরণ করা হয়। অধিবেশনের ৩য় বৈঠকে ২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত 'ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ১টি শূন্যপদ পূরণ করা হয়।[৯৮]

বৈঠক

বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত ১১টি সংসদীয়, ৩৫টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ৫টি বিশেষ কমিটি ও ২টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি মোট ৫৩টি কমিটি এবং এসব কমিটি কর্তৃক গঠিত উপ কমিটি পঞ্চম জাতীয় সংসদের পাঁচ বছর (১-৬-৯১ থেকে ৩০-৬-৯৫ পর্যন্ত) মেয়াদকালে মোট ১৮০৬টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ৩৬টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করে।

৫৩টি কমিটির মধ্যে ১১টি সংসদীয় কমিটির ৩৪৭টি এবং মূল কমিটি কর্তৃক গঠিত ৪টি উপ-কমিটির ১১৯টিসহ মোট ৪৬৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ৩৫টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১০২৭ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে গঠিত ২৫টি উপ-কমিটির ২৫৫টি বৈঠকসহ সর্বমোট ১২৮২টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ৫টি বিশেষ কমিটির ৫৮টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদন

পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত ১১টি সংসদীয় কমিটির মধ্যে ৬টি কমিটির মোট ২৬টি রিপোর্ট, ৩৫টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত কমিটির মধ্যে ৮টি কমিটির ৮টি রিপোর্ট এবং ৫টি বিশেষ কমিটির মধ্যে ১টি কমিটির ২টি রিপোর্টসহ মোট ৩৬টি রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়।

সংসদীয় কমিটি ৫টি, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ২৭টি ও বিশেষ কমিটি ৪টি মোট ৩৬টি কমিটি কোন রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপন করেনি।

সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপনকারী সংসদীয় ৬টি কমিটি হচ্ছে–(১) পিটিশন কমিটি ২টি (২) সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৪টি (৩) সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি ২টি (৪) বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৮টি (৫) সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি (৬) কার্য-প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৯টি। বাকী ৫টি সংসদীয় কমিটির কোন রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি।

মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত যে ৮টি কমিটি সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপন করে, সেগুলো হলো- (১) কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি, (২) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি (৩) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি (৪) বিদ্যুৎ জ্বালানী ও

খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি (৫) শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি (৬) নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি (৭) বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি। বাকী ২৭টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কোন রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি।

সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপনকারী বিশেষ ১টি কমিটি হচ্ছে-কার্য প্রণালী-বিধির ২৬৬বিধি অনুসারে ১৩.৭.৯৩ তারিখে গঠিত বিশেষ কমিটি ২টি, বাকী ৪টি বিশেষ কমিটির কোনো রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি।

মূল্যায়ন

সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত কমিটি কাঠামো নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও কমিটিগুলো যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়নি অর্থাৎ কমিটিগুলোর যথার্থ সংখ্যক রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি। কারণ বাংলাদেশের কমিটি ব্যবস্থা মোটামুটি বৃটেন ও ভারতের কমিটি ব্যবস্থার মত হলেও কমিটিগুলো মার্কিন কংগ্রেসের কমিটিগুলোর মত ততখানি ক্ষমতাশালী নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিটিগুলোই অধিকাংশ বিল উত্থাপন করে এবং বিল উত্থাপিত হওয়ার পর কংগ্রেসে আলোচনা হওয়ার পূর্বেই তা কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটি বিলের আমূল পরিবর্তন করতে পারে। এমন কি, কোন বিল বিবেচনা না করে ফেলে রাখতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ সংসদে কোন বিল সাধারণ আলোচনার পর নীতিগতভাবে গৃহীত হলে কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটি বিলের উদ্দেশ্য বা নীতির পরিবর্তন করতে পারে না এবং ইহা ফেলে রাখতেও পারবে না। কমিটি প্রত্যেক বিল সম্পর্কে ইহার সুপারিশ ও রিপোর্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংসদে পেশ করতে বাধ্য।[৯৯]

তথ্য নির্দেশিকা

১. ডঃ আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি* (রংপুর ঃ টাউন স্টোরস, ১৯৯৮) পৃ. ৩৩৬-৩৩৭।

২. ডঃ মোঃ রুহুল আমিন, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ঃ এর কার্যকারিতা* (১৯৮৬-১৯৯৫) [অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস] (রাজশাহী ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১), পৃ. ১০২-১০৩।

৩. ঐ।

৪. ***The Constitution of the People's Republic of Bangladesh*** (Dhaka : Government Printing Press, Tejgaon, 1996), p. 61-63.

৫. মোঃ রুহুল আমিন, ***বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা ঃ একটি পর্যালোচনা*** [অপ্রকাশিত এম. ফিল থিসিস] (রাজশাহী ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬), পৃ. ১৫২।

৬. ডঃ মোঃ রুহুল আমিন, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ——*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

৭. ***গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি,*** ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ২১৯, পৃ. ৮০।

৮. ঐ, বিধি ২২০, পৃ. ৮০।

৯. ঐ, বিধি ২২২, পৃ. ৮১।

১০. ঐ, বিধি ২২৩, পৃ. ৮১।

১১. ঐ, বিধি ২২৫, পৃ. ৮১-৮৩।

১২. ঐ. বিধি ২৩১, পৃ. ৮৩।

১৩. ঐ, বিধি ২৩৩, পৃ. ৮৪-৮৫।

১৪. ঐ, বিধি ২৩৩, পৃ. ৮৪-৮৫।

১৫. ঐ, বিধি ২৩৫, ২৩৬ ও ২৩৭, পৃ. ৮৫-৮৬।

১৬. ঐ, বিধি ২৩৮ ও ২৩৯, পৃ. ৮৬-৮৭।

১৭. ঐ, বিধি ২৪০, পৃ. ৮৭।

১৮. গণপ্রজাতন্ত্রী ***বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি,*** ঢাকা, ১৯৯২ বিধি ২৪১, পৃ. ৮৭৮৮।

১৯. ঐ, বিধি ২৪৫, পৃ. ৮৮; ডঃ আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮।

২০. ঐ, বিধি ২৪৪, পৃ. ৮৮।

২১. ঐ, বিধি ২৪৬, পৃ. ৮৮।

২২. ঐ, বিধি ২৪৭, পৃ. ৮৯।

২৩. ঐ, বিধি ২৪৮, পৃ. ৮৯।

২৪. ঐ, বিধি ২৪৯, পৃ. ৮৯।

২৫. ঐ, বিধি ২৫০, পৃ. ৮৯।

২৬. ঐ, বিধি ২৫৭, পৃ. ৯১।

২৭. ঐ, বিধি ২৫৮, পৃ. ৯১।

২৮. ঐ, বিধি ২৬৪, পৃ. ৯২।

২৯. ঐ বিধি ২৬৩, পৃ. ৯২।

৩০. ঐ, বিধি ২৬৬, পৃ. ৯২।

৩১. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ***বাংলাদেশ তৃতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের (জুলাই ১৯৮৭) কার্যবাহের সারাংশ।***

৩২. Khaleda Habib, *Bangladesh Elections,* ***Parliament and the Cabinet*** 1970-91, Dhaka, 1991, P. 84; বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ***বাংলাদেশ তৃতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের (জুলাই, ১৯৮৬), দ্বিতীয় (নভেম্বর, ১৯৮৬), তৃতীয় (১৯৮৭) ও চতুর্থ (বাজেট, ১৯৮৭) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।***

৩৩. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-২, ১৪ জুলাই, ১৯৮৬, পৃ. ১০৮-১১০।

৩৪. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-৮, ২২ জুলাই, ১৯৮৬, পৃ. ৩৯১-৩৯৩।

৩৫. বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-২৭, ৮ মার্চ, ১৯৮৭, পৃ. ২১৬১-২১৬২।

৩৬. বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-৩৯, ২৩ মার্চ, ১৯৮৭, পৃ. ৩৫৩৪-৩৫৩৬।

৩৭. বিতর্ক, খন্ড-৪, সংখ্যা-১, ১১ জুন, ১৯৮৭, পৃ. ৬০-৬১।

৩৮. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-২, ২৮ এপ্রিল, ১৯৮৮।

৩৯. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,* ***বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদের প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম (১৯৮৮-১৯৯০) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।***

৪০. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-৪, ৩মে, ১৯৯৮।

৪১. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১০, ১১মে, ১৯৮৮।

৪২. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১২, ২২ মে, ১৯৮৮।

৪৩. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১৩, ২৩ মে, ১৯৮৮।

৪৪. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১৪, ২৪ মে, ১৯৮৮।

৪৫. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১৬, ২৬মে, ১৯৮৮।

৪৬. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১৬, ২৬ মে, ১৯৮৮।

৪৭. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১৭, ২৯মে, ১৯৮৮।

৪৮. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১৮, ৩০ মে, ১৯৮৮।

৪৯. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১৯, ৩১ মে, ১৯৮৮।

৫০. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-২০, ১ জুন, ১৯৮৮।

৫১. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-২১, ২ জুন, ১৯৮৮।

৫২. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-২৩, ৬ জুন, ১৯৮৮।

৫৩. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-২৪, ৭ জুন, ১৯৮৮।

৫৪. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-৪, ৩ মে, ১৯৮৮।

৫৫. ঐ।

৫৬. বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-১, ১৬ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-২, ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-৩, ১৮ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-৩, ১৮ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-৪, ১৯ অক্টোবর, ১৯৮৮।

৫৭. ঐ।

৫৮. ঐ।

৫৯. ঐ।

৬০. বিতর্ক, খন্ড-৪, সংখ্যা-৩৩, ৬ জুলাই, ১৯৮৯।
৬১. ঐ।
৬২. বিতর্ক, খন্ড-৪, সংখ্যা-৩৪, ১৯৮৯।
৬৩. বিতর্ক, খন্ড-৫, সংখ্যা-৫, ১০ জানুয়ারী, ১৯৯০।
৬৪. বিতর্ক, খন্ড-৫, সংখ্যা-২৩, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০।
৬৫. বিতর্ক, খন্ড-৫, সংখ্যা ২৬, ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০।
৬৬. ঐ।
৬৭. বিতর্ক, খন্ড-৫, সংখ্যা-১৬, ২৫ জানুয়ারী, ১৯৯০।
৬৮. বিতর্ক, খন্ড-৫, সংখ্যা-২০, ৩১ জানুয়ারী, ১৯৯০।
৬৯. বিতর্ক, খন্ড-৬, সংখ্যা-৩৫, ১ আগষ্ট, ১৯৯০।
৭০. ঐ।
৭১. বিতর্ক, খন্ড-১ সংখ্যা-২, ৭ এপ্রিল, ১৯৯১।
৭২. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম-বাইশতম* (৫ এপ্রিল ১৯৯১ থেকে ১৮ নভেম্বর ১৯৯৫) ***অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।***
৭৩. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১০, ২৪ এপ্রিল, ১৯৯১।
৭৪. বিতর্ক খন্ড-২, সংখ্যা-১৬, ৮ জুলাই, ১৯৯১।
৭৫. বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-২১, ১৫ জুলাই, ১৯৯১।
৭৬. বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-১৬, ৮ জুলাই, ১৯৯১।
৭৭. বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-১৭, ৯ জুলাই, ১৯৯১।
৭৮. ঐ।
৭৯. বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-৩৯, ৮ আগষ্ট, ১৯৯১।
৮০. বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-১২ ৩ নভেম্বর, ১৯৯১।
৮১. বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-১৪, ৫ নভেম্বর, ১৯৯১।
৮২. বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-৭, ২৭ অক্টোবর, ১৯৯১।
৮৩. ঐ; বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-৮, ২৮ অক্টোবর, ১৯৯১।
৮৪. বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-১২, ৩ নভেম্বর, ১৯৯১।
৮৫. বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-৪, ১৫ অক্টোবর, ১৯৯১।
৮৬. বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-৫, ২৩ অক্টোবর, ১৯৯১।
৮৭. বিতর্ক, খন্ড-৪, সংখ্যা-১, ৪ জানুয়ারী, ১৯৯২।
৮৮. বিতর্ক, খন্ড-৬, সংখ্যা-১৪, ৮ জুলাই, ১৯৯২।
৮৯. বিতর্ক, খন্ড-৮, সংখ্যা-৩২, ১১ মার্চ, ১৯৯৩।
৯০. বিতর্ক, খন্ড-১০, সংখ্যা-২৯, ১৩ জুলাই, ১৯৯৩।
৯১. ঐ।

৯২. বিতর্ক, খন্ড-১২, সংখ্যা-১৩, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৩।
৯৩. বিতর্ক, খন্ড-১২, সংখ্যা-১৪, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৩।
৯৪. বিতর্ক, খন্ড-১৩, সংখ্যা-১০, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪।
৯৫. বিতর্ক, খন্ড-১৭, সংখ্যা-১২, ২৭ নভেম্বর, ১৯৯৪।
৯৭. বিতর্ক, খন্ড-১৮, সংখ্যা-১৬, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫।
৯৮. বিতর্ক, খন্ড-১৯, সংখ্যা-৩, ২৬ এপ্রিল, ১৯৯৫।
৯৯. ডঃ আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।